এ সপ্তাহের খুৎবা- (২)

আকাশ মালিক

(বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের রেকর্ডকৃত বক্তব্য অবলম্বনে)

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে কাফির-কুফ্‌ফার, ইহুদী, নাসারাদের ঘরে জম্ম না দিয়ে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, ধর্ম-গ্রন্থের শ্রেষ্ট ধর্ম-গ্রন্থ আল্‌-কোরআন দিয়ে, নবী কুলের শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত বানিয়ে, সকল জাতীর শ্রেষ্ট জাতী মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

- কাফির-কুফ্‌ফারের দেশে বসবাসরত মুসলমানগণ কর্মসংস্থান, বা ব্যবসায়ের খাতিরে অমুসলিমদেরকে অনেক সময় বন্ধু বলে সম্মোধন করে থাকেন। প্রায়ই শুনা যায়, মুসলমান শিশু-কিশোরগণ তাদের স্কুল কলেজের ইংরেজ বন্ধুদের সাথে ভ্রমনে-পিকনিকে চলে যেতে। ইহুদী খৃষ্টানরা কি মুসলমানের বন্ধু হতে পারে? পবিত্র কোরআনে সুরা মাঈদার ৫১ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلظَّٰلِمِينَ

হে ইমানদারগণ, ইহুদী খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করোনা। তারা একে অন্যের বন্ধু। আর যদি তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করে, সেও হবে তাদের (ইহুদী খৃষ্টানদের) দলের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliyâ' (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliyâ' to one another. And if any amongst you takes them as Auliyâ', then surely he is one of them. Verily, Allâh guides not those people who are the Zâlimûn (polytheists)

তাহলে মুসলমানের বন্ধু কে? সুরা মাঈদার ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ

নিঃসন্দেহে তোমাদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসুল, আর যারা ইমান এনেছে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, যারা রুকু’কারী অর্থাৎ মুসলমান।

সুতরাং মুসলমান ছাড়া মুসলমানের বন্ধু আর কেউ হতে পারেনা। হাদীস শরীফে আছে- ‘এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই’। মুসলমান যারা আল্লাহ্‌কে ও আল্লাহ্‌র রাসুলকে বন্ধু বলে গ্রহন করেছে তারাই আল্লাহ্‌র দল, তারাই বিজয়ী দল। সুরা মাঈদার ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন-

وَمَن
يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ

যারা ইমান এনেছে আল্লাহ্‌র ওপর এবং আল্লাহ্‌কে ও আল্লাহ্‌র রাসুলকে বন্ধু বলে গ্রহন করেছে তারাই আল্লাহ্‌র দল, তারাই বিজয়ী দল।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই নাস্তিক, কাফির, ইহুদী খৃষ্টান সহ সকল অমুসলিমগণ মুসলমানজাতীকে নিয়ে উপহাস করতো। আজকের দুনিয়ায়, ১৪ শো বৎসর পরেও তারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করে। তারা ইসলাম ধর্মকে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ করার ষঢ়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। ইসলামের শত্রুদের সম্মন্ধে হুশিয়ারী করে, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন না করতে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا
مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ইমানদারগণ, আহলে কিতাবদের (ইহুদী খৃষ্টান) যারা তোমাদের ধর্ম নিয়ে খেলা করে উপহাস করে তাদেরকে, ও অন্যান্য কাফেরদরেকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহন করোনা, আল্লাহ্‌কে ভয় করো যদি তোমরা ইমানদার হও।

কাফেরদের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন বা দুঃখ না করার জন্যে সুরা মাঈদার ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন-

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ
وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

তুমি বলো, হে আহলে কিতাব (ইহুদী খৃষ্টান) সম্প্রদায়, 'তোমরা কোন পথেই নও, যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও তোমাদের প্রতি যে কিতাব নাজেল হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) পুরোপুরি পালন না করো'। তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার প্রতি যে কিতাব এসেছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ অনুশোচনা করোনা।,

ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের মিত্রতার কোনই কারণ থাকতে পারেনা। তারা সরাসরি আল্লাহ্‌কে অপবাদ দিয়েছে, তাই ইহুদী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন কিয়ামত পর্যন্ত। সুরা মাঈদার ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ
أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ

ইহুদীরা বলে 'আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা'। আসলে তাদেরই হাত বাঁধা। একথা বলার জন্যে তাদেরকে অভিশম্পাত। আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা নয় বরং চির উম্মুক্ত। তিনি তার ইচ্ছেমত ব্যয় করেন। তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে কালাম নাজেল হয়েছে, তার জন্যে তাদের (ইহুদীদের) অনেকের মনে অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি পাবে। আমি তাদের পরষ্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি।

The Jews say: "Allâh's Hand is tied up (i.e. He does not give and spend of His Bounty)." Be their hands tied up and be they accursed for what they uttered. Nay, both His Hands are widely outstretched. He spends (of His Bounty) as He wills. Verily, the Revelation that has come to you from Allâh increases in most of them their obstinate rebellion and disbelief. We have put enmity and hatred amongst them till the Day of Resurrection.

মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসী, মুনাফিক, মুশরিক, ইহুদী, নাসারা, ও কাফিরদের শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও তাদের গোপন মনোভাব, কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক প্রকাশ করেছেন বারবার কোরআনের বহু যায়গায় । তাদের ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেন- সুরা মাঈদা ৮০ নং আয়াত-

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ

هُمْ خَـٰلِدُونَ

তুমি দেখতে পাবে তাদের অনেকেই বন্ধু বানিয়েছে অবিশ্বাসীদেরকে, নিশ্চয়ই তা মন্দ, এবং এ জন্যে আল্লাহ্ তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারা চিরদিন শাস্তিভোগ করবে।

তাদের মধ্যে মুসলমানদের সব চেয়ে বড় শত্রু হলো ইহুদীরা। আল্লাহ বলছেন- সুরা মাঈদা (আয়াত ৮২)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ

তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, মুসলমানদের সাথে শত্রুতার সব চেয়ে কঠিন লোক হচ্ছে ইহুদীগণ আর মুশরিকগণ।

খৃষ্টানদের যারা হজরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বা আল্লাহ্র পুত্র, এবং হজরত মরিয়মকে (আঃ) আল্লাহ্র স্ত্রী বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্পাক কোরআনে তাদেরকে কাফের ঘোষনা করে বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ

নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে ‘ নিঃসন্দেহে তিনিই আল্লাহ্, তিনিই মসীহ্, মরিয়মের পুত্র’।

সুরা আল্-আনামের ১০১ নং আয়াতে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেণ-

بَدِيعُ

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ

তিনি আকাশ ও পৃথিবীর শ্রষ্টা, তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, কিভাবে তাঁর সন্তানাদি হবে?

তারা কখনো বলে ‘আল্লাহ তিন সদস্যের পরিবারের এক সদস্য’। কখনো বলে মসীহ আল্লার পুত্র। এসব তাদের মনগড়া কথা। সুরা তাওবাহের ৩০নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন-

وَقَالَتِ

ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم

بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَـٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র, খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র, এসব তাদের মুখের কথা। তারা কথা বলছে পুর্বের কাফেরদের মত, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, এরা উল্টোপথে চলে যাচ্ছে।

তারা আরো বলে-

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

সুরা ইউনুস, আয়াত নং (৬৮)

তারা বলে ‘আল্লাহ একটি পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন’। তিনি পবিত্র, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করো, যা তোমরা জানোনা, যার কোন প্রমান তোমাদের কাছে নেই?

এভাবে আল্লাহ্‌ বারবার বলেছেন ‘তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই, মরিয়ম একজন স্বতী নারী’। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ্‌ যখন বল্লেন ‘তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই তাঁর ছেলে হবে কিভাবে’। তাহলে মরিয়মেরও তো কোন স্বামী ছিলনা, তাঁর ছেলে হলো কিভাবে? আল্লাহ্‌পাক হজরত ঈসাকে (আঃ) বিশেষ একটি প্রক্রীয়ায় সৃষ্টি করেছিলেন। কিভাবে, কি দিয়ে তৈরী করেছিলেন, হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র রাসুল মোহাম্মদ (দঃ) তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

‘এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ্‌পাকের, নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। এই নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টির আগে আল্লাহ্‌র আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা, হুর-গেলমান, চন্দ্র-সূর্য্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, কোন প্রকারের জলীয়- বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব ছিলনা। নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে ৪০ বৎসর মুহাম্মদ নামের মালা জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাশুকের খেলা। ৪০ বৎসরে মুহাম্মদ একবারও আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেন নাই’।

চলবে-